৩ নভেম্বরের প্রথম ১২ ঘন্টা আর অজানা বীরত্বের কাহিনী

বঙ্গবন্ধুর ডানে স্কোয়াড্রন লীডার বদরুল আলম (বীর উত্তম), আর বামে বিমান বাহিনী'র প্রাক্তন প্রধান সুলতান মাহমুদ

১৫ আগষ্টের নারকীয় হত্যাকান্ডের পর থেকেই খুনী মোস্তাক ও ফারুকরশীদ গং - সেনাবাহিনী'র 'চেইন অফ কমান্ড' ভেঙ্গেট্যাংক দ্বারা প ,বেষ্টিত অবস্থায় বংগভবন'এ অবস্থান করছিল।বেশ কিছুদিন ধরেই অনুমান করা হচ্ছিল যেকিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। কর্নেল , ফারুকের নেতৃত্বাধীন'বেঙ্গল ল্যান্সার' এর ট্যাংক গুলি বঙ্গভবনের চতুর্দিক ঘিরে রেখেছিল এবং সোহরোয়ার্দী উদ্যান'এর চারিদিকে অবস্থান গ্রহন করেছিল।

২ নভেম্বর মধ্য রাতে যখন মেজর ইকবালের অধীনস্ত বংগভবন পাহাড়ায় নিয়োজিত ১ম বেঙ্গলের কোম্পানী কোন কারন দর্শানো বা বঙ্গভবনের নির্দেশ ছাড়াই ঢাকা ক্যন্টনমেন্টে ফিরে গেলে শুরু হল খালেদ আর শাফায়াত জামিলের বহুল আলোচিত ,'চেইন অফ কমান্ড প্রতিষ্ঠার' অভিযান বা ৩রা নভেম্বরের পালটা অভ্যূথ্যান।এই পাল্টা অভূথ্যান'এর মধ্য দিয়েই ১৫ই আগষ্টের খুনীদের ক্ষমতা ও দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। খুনী মোস্তাক ও তার সহযোগীদের অপসারন করা হয় ক্ষমতা ও বঙ্গভবন থেকে। যার নেপথ্যেমূল নায়ক ছিলেন , **কর্নেল শাফায়াত জামিল্ বীর বিক্রম, আর বিমান বাহিনীর তিন অসম সাহসী বৈমানিক।**

৩ রা নভেম্বর রাত্রে, ১৫ আগাষ্টের খুনীরা যে দেশত্যাগে বাধ্য হয়, তার পিছনে ৪৬ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের সাথে বিমান বাহিনীর স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াকত আলী খান (বীর উত্তম), স্কোয়াড্রন লীডার বদরুল আলম (বীর উত্তম), এবং ফ্লাইট লেঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ এর স্বেচ্ছাপ্রনদিত সাহসী ভূমিকাও ছিল অতি গুরুত্বপূর্ন। বিমান বাহিনীর সাহায্য ব্যাতীত ৩৬ টি ট্যাংক নিস্ক্রিয় করা' চিন্তারও অতীত ছিল। সেই দিন মিগ ২১ এর দ্বায়িত্বে ছিলেন ফ্লাইট লেঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ, MI৪ হেলিকপ্টার এর দ্বায়িত্বে ছিলেন স্কোয়াড্রন লীডার বদরুল আলম (বীর উত্তম), আর কন্ট্রোল রুম'এ ছিলেন স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াকত আলী খান (বীর উত্তম)

ভোর বেলা হটাৎ করেই অকাশে জংগী বিমানের গর্জন শুনে বাসার সবার সাথে দৌড়ে আমাদের বাসা'র (৩৩৯ এলিফেন্ট রোড) ছাদে গেলাম। একপর্যায়ে আকাশ থেকে মিগ ও হেলিকপ্টার নেমে গেলে আমরাও আস্তে আস্তে ছাঁদ থেকে নেমে যাই। তার একটু পরেই বন্ধু'র বাসা থেকে নোট আনার অযুহাতে সাইকেল নিয়ে বেড়িয়ে পড়ি ঢাকার রাস্তায়। ৩৩৬ নম্বরে কর্নেল তাহের'এর বাড়ির সামনে দেখলাম কর্নেল তাহেরের ছোট দুই ভাই, বাহার, বেলাল'কে ছুটাছুটি করতে। ৩৩৪ নম্বরের একতলায় মাহমুদ সাহেব নামে এক সাংবাদিক থাকতেন, তিনি 'দ্য ওয়েইভ' নামে এক ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সেই সময় দেখেছিলাম, বাহার, বেলাল'কে খুব ঘন ঘন ৩৩৪ নম্বরে যাতায়ত করতে। পরে জানতে পেরেছিলাম যে, 'দ্য ওয়েইভ'এর প্রেসেই সিপাহী বিপ্লবের সব লিফলেট ছাপানো হয়েছিল এবং পরে বিচারে কর্নেল তাহেরের সাথে মাহমুদ সাহেবেরও জেল হয়েছিল।

৩ রা নভেম্বর এর বর্ননায়, ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন এর ভাষায়, "কিছুক্ষন পর স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াকত বিমান বাহিনী উপ প্রধান এয়ার কমোডর খাদেমুল বাশারকে নিয়ে উপস্থিত হন। লিয়াকত তাকে তার অনিচ্ছাতেই ধরে নিয়ে আসেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, বিমান বাহিনীর ফাইটার দিয়ে বংগভবনের উপরে এবং ট্যাংকগুলোকে সতর্ক করা হবে এবং মনোস্তাত্বিক ও স্নায়বীক চাপ সৃষ্টি করা হবে। স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াকত এর নেতৃত্বে বিমান দূটি মিগ বঙ্গভবনের উপর লোফ্লাই করে চক্কর দিতে লাগল"। এক পর্যায়ে তারা ক্ষমতা ছেড়ে দিতে এবং দেশত্যাগে বাধ্য হয়।